তারিখ ... 25 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

যুগান্তর

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যসহ শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগে তৈরি হচ্ছে নতুন সার্চ কমিটি

যুগান্তর রিপোর্ট

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগে গঠিত 'সার্চ কমিটি' ভেঙে দেয়া হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীতব্য 'ইউনিফর্ম অর্ডিন্যান্স ফর পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ-২০০৭' জারির পরই ঘোষণা করা হবে নতুন কমিটি। এই কমিটি কেবল শিক্ষাবিদদের নিয়েই গঠিত হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ আভাস দিয়েছেন। ওই সূত্র জানায়, নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটির কার্যক্রম আপাতত স্থগিত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, সার্চ কমিটির নতুন কাঠামো তৈরি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ১৫ জুলাই শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি'র মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। বৈঠকে ইউজিসি'র পক্ষ থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীতব্য ইউনিফর্ম অর্ডিন্যান্সের খসড়া উপস্থাপন করা

কমিটি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

কমিটি : সার্চ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল। আর তাতেই সার্চ কমিটির নতুন কাঠামো স্থান পায়।

জানা গেছে, ইউজিসি'র সর্বশেষ প্রস্তাবিত কমিটি পাঁচ সদস্যের করার সুপারিশ রয়েছে। একজন সাবেক উপাচার্যের নেতৃত্বে এ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। যাতে ইউজিসি চেয়ারম্যান, দেশের একজন স্বনামধন্য সিনিয়র অধ্যাপক বা কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং দুজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সদস্য হিসেবে রাখার প্রস্তাব রয়েছে।

সূত্র জানায়, শিক্ষা উপদেষ্টা প্রস্তাবের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেননি। তিনি কেবল শিক্ষাবিদদের (শিক্ষক) নিয়েই এ কমিটি গঠনের পক্ষে। সেক্ষেত্রে উপদেষ্টা দুজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির পরিবর্তে শিক্ষকদের রাখার জন্য আইনে সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেছেন। ওই সভায় উপস্থিত ইউজিসি'র একজন সদস্য এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দলীয় বিবেচনার পরিবর্তে নিরপেক্ষ, সৎ ও যোগ্য শিক্ষাবিদদের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগের লক্ষ্যে গত মে মাসে সাত সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা সচিব ছিলেন ওই কমিটির আহ্বায়ক। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন— বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ফয়াসউদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য এহসানুল হক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) এবং উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)। কমিটি গঠনের পরপরই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আপত্তি ওঠে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এর জোরালো বিরোধিতা করে। একই সঙ্গে তারা ইউনিফর্ম অর্ডিন্যান্সেরও বিরুদ্ধে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা উপাচার্যের মতো মর্যাদাসম্পন্ন পদে নিয়োগ কমিটির প্রধান একজন সচিবকে করায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছিলেন। যে কারণে এ পর্যন্ত সার্চ কমিটির একটি মাত্র বৈঠক হয়েছে। তাতে অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যোগ দেননি।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট-১৯৭৩' অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োজিত হন সিনেট কর্তৃক নির্ধারিত ৩ সদস্যের প্যানেলের মাধ্যমে। সার্চ কমিটির কার্যক্রমকে তাই এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না করার কথা ছিল।

সূত্র জানায়, নতুন সার্চ কমিটির ক্ষেত্রে এই বিভাজন নেই। অর্থাৎ ইউনিফর্ম অর্ডিন্যান্সে যেহেতু ক্যাম্পাসে সব ধরনের নির্বাচনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, সেজন্য সিনেটের উপাচার্য প্যানেলের নির্বাচনও হবে না। এই প্যানেল তৈরি করবে সার্চ কমিটি। আর প্যানেলকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যই এটি পুরোপুরি শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত হবে।

সার্চ কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে ছিল— পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সিনিয়র অধ্যাপকদের হালনাগাদ তালিকা সংগ্রহ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের জন্য নাম সুপারিশ করা। নাম বাছাইয়ে সততা, দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডকে বিবেচনায় আনা। তালিকায় ৩ জনের নামের সুপারিশ করা। এদের মধ্য থেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান তিনটি পদ পূরণ করা হবে। সূত্র মতে, নতুন কমিটিরও এই একই ধরনের কাজ নির্ধারিত থাকবে।

সরকার গত মার্চ মাসে ঢাকাসহ দেশের প্রাচীন পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ সিনিয়র অধ্যাপকের নামের তালিকা সংগ্রহ করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তখন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের নাম চাওয়া হয়েছিল। একশ' শিক্ষকের ওই নামের তালিকা বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বুয়েট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম রয়েছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, আইনটি পাস হলে সিনেট প্যানেলের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের রীতি থাকার কথা নয়। সরকার চাচ্ছে ক্যাম্পাসে নির্বাচন কমানো। এজন্য কি কি করা দরকার শিক্ষাবিদদের থেকে সে প্রস্তাব এলে কাজটি সহজ হবে। তিনি বলেন, চলতি মাসের শেষের দিকে মন্ত্রণালয়ে সংশোধিত খসড়া উপস্থাপনের কথা ছিল। তবে অন্যান্য কাজের চাপে এটি বিলম্ব হতে পারে।